যেভাবে অ্যারিস্টটলের চিন্তা ও দর্শন কে নস্যাৎ করে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, মার্কসের পক্ষে তা কখনও সম্ভব হয়নি। মার্কসের এই অ্যারিস্টটলীয় চিন্তা চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় ডারউইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার সূত্র সন্ধানের বিশ্লেষণে। ১৮৬৬ সালের ৭ই আগস্ট মার্কস, এঙ্গেলসকে লেখেন ঃ 'আমি তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা পাঠাব ... বিষয়টি সম্পর্কে আমার 'নোট' নেওয়া সম্পূর্ণ হলে। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি লক্ষ্য করেছি, এই বিশ্লেষণটি ডারউইনের মতবাদের আরও উন্নততর ভাষ্য। প্রগতি, যা ডারউইনের কাছে কেবলমাত্র আকস্মিক, তা এখানে আবশ্যিক। এর ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োগের দিক আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাপূর্ণ। এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে 'আবশ্যিকতা'। মার্কসের কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আকস্মিক ও আবশ্যিক দুটি উপাদানই থাকতে হবে। কিন্তু উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীদের বেশীর ভাগই অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব বিন্দুমাত্র গ্রহণ করতে রাজী ছিল না।

ট্রেমাক্সের কাজ সম্পর্কে মার্কসের [redacted] বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি এবং পরে রচনাটি হারিয়ে যায়। এঙ্গেলসও এই লেখাটিকে গুরুত্ব দেননি। মার্কস অবশ্য পরেও একবার এঙ্গেলসকে এই লেখাটির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন ঃ 'একটি ধারণা যাকে নির্দিষ্ট ও গঠনগতভাবে সাজালে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন পেতে পারবে।' (Max to Engels, 3rd October 1866)।

ম্যালথাস্ এবং ডারউইন ঃ যদিও ডারউইনের বইটি সম্পর্কে এঙ্গেলস্ মার্কস্ দু'জনের মূল্যায়নই প্রাথমিকভাবে ছিল ইতিবাচক। পরবর্তী সময়ে বইটি একাধিকবার পড়ার ফলে তাঁরা তত্ত্বব্যাখার সীমাবদ্ধতাগুলি লক্ষ্য করতে থাকেন ও প্রকাশ করেন। মার্কসের মতে ডারউইন আকস্মিকতার উপরে বেশী নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু এঙ্গেলসও ডারউইনকে এই অ্যারিস্টটলীয় সমালোচনার নিরীখে বিচার করেছিলেন কিনা সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু ডারউইন যেভাবে থমাস্ ম্যালথাসের জনসংখ্যার নীতিটি ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই সম্পর্কে মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ সহমত হয়েছিলেন। কারণ, দুজনেই ম্যালথাসের মতবাদকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মনে করেছেন। ১৮৪৪ সালেই এঙ্গেলস্ উল্লেখ করেছিলেন যে, ম্যালথাসের তত্ত্ব অবাধ বাণিজ্যের উদারনৈতিক ব্যবস্থাকে সুগম করার জন্য প্রচারিত হয়েছে। কারণ এইমত প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক ও ষড়যন্ত্রপূর্ণ। (outlines of a critique of Political Economy, 1844)।

১৮৬২ সালের ১৮ই জুন এঙ্গেলসের কাছে চিঠিতে মার্কস মন্তব্য করেন ঃ 'ডারউইনের লেখা আবার পড়তে গিয়ে আমি এটা দেখে অবাক হয়েছি যে, তিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। যখন ম্যালথাসের তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিপরীতে একমাত্র মানুষের গুনোত্তর প্রগতির ক্ষেত্রে। এটা লক্ষনীয় যে, কেমনকরে ডারউইন জীবজন্তু এবং উদ্ভিদদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন ইংল্যান্ডের সমাজকে তার শ্রমবিভাগ, প্রতিযোগিতা, নতুন নতুন বাজার খুলে যাওয়া, 'উদ্ভাবন' এবং ম্যালথুসীয় 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' সহ। হেগেলের প্রপঞ্চ বিজ্ঞানের (phenomenology) পূর্বস্মৃতিই সভ্য সমাজকে দেখায় বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীজগৎ হিসেবে, যেখানে ডারউইনের কাছে প্রাণীজগৎ উপস্থাপিত হয় সভ্যসমাজ হিসেবে।' কাজেই ডারউইনের তত্ত্বে পুঁজিবাদী মতাদর্শগত তত্ত্ব আমদানী করে আপোষ করা হয়েছে। যদিও এর দ্বারা এমন প্রমাণ হয় না যে, ডারউইন যা বলেছেন তার সবটাই অবান্তর; একমাত্র ম্যালথাসের যুক্তির সমর্থনই পরিত্যাজ্য। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, প্রকৃতিতে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের ম্যালতুশীয় যৌক্তিকতা প্রযুক্ত হয়েছে সমাজের ক্ষেত্রে ও পুঁজিবাদী সব সম্পর্ক হিসেবে।

"এই চালাকির মাধ্যমে...এই একই তত্ত্বকে জৈব জগত থেকে সরাসরি চালান করে দেওয়া হয় ইতিহাসে এবং দাবী করা হয় যে, মানব সমাজের চিরন্তন নিয়ম হিসাবে তা প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতির অযৌক্তিকতা এত স্পষ্ট যে এর সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার [redacted] ১৭ নভেঃ ১৮৭৮)। এঙ্গেলস অ্যান্টিডুরিং এর প্রথম ভাগে, (সেকশন ৬, প্রাকৃতিক দর্শন, জৈব জগত) মার্কসবাদের সাথে ম্যালথাস ও ডারউইনের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (১৮৭৮ সালে) এবং মানব প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধানমূলক আলোচনা করেছেন ডায়ালেক্টিকস অফ নেচার নামে বইয়ে, বিশেষ করে বানর থেকে মানুষে ক্রমবিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা অংশে, যা মূলত লেখা হয়েছিল ১৮৭৬ সালে।

মার্কস তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে ডারউইনের তত্ত্বের উল্লেখ করেন একমাত্র ক্যাপিটাল প্রথম খন্ডে এবং সেইটি মাত্র দুটি ফুট নোটের সাহায্যে। এখানে তিনি আলোচনা করেন ডারউইনের যুগান্তকারী কাজ বিষয়ে এবং কেমনভাবে তা প্রাকৃতিক প্রযুক্তির ইতিহাস অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণীসমূহের আঙ্গিক গঠন যা তদের জীবনধারণের জন্য উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন।

ডারউইনীয় মার্কসবাদের বি দ্ধে ঃ কোনো সংশয় সেই যে, মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ ডারউইনের কাজকে প্রকৃতি জগৎ বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূণ পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ

[illegible]

মার্কসবাদী সমন্বয় ঘটানোর কোন পরিকল্পনা সেখানে ছিল না। মনুষ্য সমাজ এবং প্রকৃতি দুটোই হলো প্রাকৃতিক ইতিহাসের দুটি ধারা। এর অর্থ এই নয় যে, সমাজকে প্রকৃতিতে পরিণত করা যায়। জার্মান সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে যেভাবে ভিত্তি করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা মার্কস্ এঙ্গেলস্ এবং ডারউইন সকলেই বিশেষভাবে বিরোধীতা করেছিলেন। ১৮৭৯ সালে ২৬শে ডিসেম্বর শ্যার্টজারের কাছে ডারউইন লেখেন ঃ 'জার্মানীতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে যোগসূত্র প্রসঙ্গে কি নির্বোধ ধারনা প্রাধান্য পাচ্ছে।"

ঠিক একই ভঙ্গীতে মার্কস, পরিহাস করে Ludwig Kugelman -কে লেখেন ১৮৭০ সালের ২৭ জুন ঃ "মি. লাংগে জার্মান অর্থনীতিবিদ একটা দারুন আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমগ্র ইতিহাসকে কেমনভাবে একটা বৃহৎ প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটির নাম হলো, জীবনের জন্য সংগ্রাম। এবং এটি মূলত ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বা জনাধিক সংক্রান্ত যে মতবাদ, তারই আর একটি রূপ। বেঁচে থাকার জন্য যে লড়াই এবং ঐতিহাসিকভাবে মানুষের সমাজে তার যে বিভিন্ন প্রকাশ, তার কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে এর মাধ্যমে একটাই কাজ করা হচ্ছে যে, সমস্তরকম লড়াইকে এই বেঁচে থাকার জন্য লড়াইয়ের অন্তর্গত করে নেওয়া হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসু প্রচেষ্টা যা ... তুচ্ছ বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির অলসতাযুক্ত।

মার্কস, মার্কস এবং ডারউইন, ডারউইন।

[redacted] হয় না। ১৮৮৩ সালে মার্কসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এঙ্গেলস্, মার্কস এবং ডারউইনের তুলনা করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এই দুজনের তত্ত্ব সম্পূর্ণ দুটি আলাদা পরিসরে বিন্যস্ত। যেরকম মার্কসের সঙ্গে নিউটনকে মেলনো যায়না, ঠিক একই রকমভাবে মার্কসের সঙ্গে ডারউইনকেও মেলানো যায় না। অনেকেই এভাবে মার্কস্ ও ডারউইনকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন গত দেড়শো বছর ধরে, কিন্তু তা কখনোই ফলপ্রসু হয়নি।